উত্তরপত্র

লেকচার - ২/ ৩১.৫.২০

** **শিক্ষার্থীরা লেকচার সীটের সাহায্য নিয়ে নিজের মত করে নিম্নোক্ত প্রশ্নগুলোর উত্তর লিখবেন।**

ক) নিচের প্রশ্নগুলোর বর্ণণামূলক উত্তর লিখ।

১. কাজলা দিদি কে? ছোট বোনটি কখন কাজলা দিদিকে খুঁজছে?

উত্তর: কাজলা দিদি ছোট মেয়েটির বড় বোন। কবির ভাষায় ছোট বোনটি প্রায় সব সময়ই তার দিদিকে খোঁজে। বিশেষ করে সন্ধ্যা বেলা যখন আকাশে চাঁদ দেখা যায়, চারদিকে জোনাকি পোকারা মনের আনন্দে উড়ে বেড়ায়, ঝোঁপেঝাড়ে ঝিঁঝিপোকা ডাকে তখন তার দিদির কথা মনে পড়ে , রাতে ঘুমাতে যাবার আগে, পুতুল খেলার সময় , খাবার খাওয়ার আগে তার দিদির কথা বেশি মনে পড়ে এবং দিদিকে সে খুঁজতে থাকে। এছাড়া শিউলি ফুল গাছের নিচে ভুঁইচাঁপা, এবং ডালিম গাছের ডালে বুলবুলি পাখি বসার কথা মনে পড়লেও দিদিকে সে অবচেতনভাবেই খোঁজে।

২. দিদি কোথায় জিজ্ঞেস করলে মা কেন চুপ করে থাকে?

উত্তর:ছোট বোনটির সারাক্ষণের সাথি ছিল কার কাজলা দিদি। দিদি চিরদিনের জন্য তাদের ছেড়ে চলে গেছে না ফেরার দেশে। তা এই ছোট বোনটি জানে না, বোঝে না। প্রতি মুহূর্তেই সে তার প্রিয় কাজলা দিদির জন্য অপেক্ষায় থাকে। তার দিদি কোথায় গেছে, কেন আসে না তা জানতে চায় মায়ের কাছে। দিদি ওপারে চলে গিয়েছে জানতে পেলে ছোট মেয়ে আরও বেশি কষ্ট পাবে তাই মা উত্তর দিতে পারেন না , চুপ করে থাকেন।

৩. "আমিও নাই দিদিও নাই কেমন মজা হবে!"- এ কথা বলে কবি কী বোঝাতে চেয়েছেন?

উত্তর: উক্ত লাইন দুটি কবি যতীন্দ্রমোহন বাগচীর 'কাজলা দিদি' কবিতা থেকে নেওয়া হয়েছে।

এই লাইন দু'টি দিয়ে কবি ছোট মেয়েটির মনের কষ্ট এবং অভিমানের প্রকাশ ঘটাতে চেয়েছেন। কবিতায় ছোট বোনটি ভাবছে তার বড় বোন হয়তো কোথাও লুকিয়ে আছে। প্রতিদিনের মতো সে তার দিদিকে কাছে পাচ্ছে না খেলায় কিংবা ঘুমানোর আগে। এজন্য সে খুব কষ্ট পাচ্ছে, যা হয়তো সে বুঝতেও পারছে না। এমনকি মাকে দিদির কথা জিজ্ঞেস করলেও মা কিছু বলছেন না, কখনও চুপ করে থাকছেন আবার কখনও আঁচল দিয়ে মুখ ঢাকছেন। তাই অনেকটা অভিমান করেই ছোট বোনটি মাকে বলছে দিদির মতো সেও লুকালে মায়ের কেমন কষ্ট হবে।

৪. কাজলা দিদির কথা উঠলে মা আঁচল দিয়ে মুখ ঢাকেন কেন?

উত্তর:কবিতায় ছোট বোনটির সারাক্ষণের সাথি ছিল কার কাজলা দিদি । দিদি চিরদিনের জন্য তাদের ছেড়ে চলে গেছে না ফেরার দেশে । তা এই ছোট বোনটি জানে না, বোঝে না । প্রতি মুহূর্তেই সে তার প্রিয় কাজলা দিদির জন্য অপেক্ষায় থাকে । তার দিদি কোথায় গেছে, কেন আসে না তা জানতে চায় মায়ের কাছে । দিদি ওপারে চলে গিয়েছে জানতে পেলে ছোট মেয়ে আরও বেশি কষ্ট পাবে তাই মা উত্তর দিতে পারেন না , চুপ করে থাকেন, নিজের কান্না লুকাতে আঁচল দিয়ে মুখ ঢাকেন । ।

৫. খুকি মাকে কেন শিউলি ফুলের গাছের নিচে সাবধানে যেতে বলেছে?

উত্তর: মাটির উপর জন্মানো ছোট চাঁপা ফুল গাছে ভরে গেছে শিউলি ফুল গাছের তলা । মা যখন পুকুর থেকে পানি আনতে যাবে তখন যেন চাঁপা ফুল গাছ পা দিয়ে পিষে না ফেলে অথাৎ হাঁটার সময় পায়ের নিচে পড়ে যেন ঐ চাঁপা ফুল গাছ নষ্ট না হয়ে যায় সে কথাই মাকে বোঝাতে চেয়েছে ছোট মেয়েটি । কেননা এই চাঁপা ফুল গাছ তার দিদি খুব পছন্দ করত । তাই খুকি মাকে শিউলি ফুলের গাছের নিচে সাবধানে যেতে বলেছে ।

খ) সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর লিখ।

১. কাজলা দিদি কোথায় গেছে?

উত্তর: কাজলা দিদি চিরদিনের জন্য সবাইকে ছেড়ে চলে গেছে না ফেরার দেশে, যেখান থেকে মানুষ আর কখনও ফিরে আসে না ।

২. কখন কাজলা দিদির কথা বেশি মনে পড়ে?

উত্তর: সন্ধ্যা বেলা যখন আকাশে চাঁদ দেখা যায়, চারদিকে জোনাকি পোকারা মনের আনন্দে উড়ে বেড়ায়, ঝোঁপেঝাড়ে ঝিঁঝিপোকা ডাকে তখন তার দিদির কথা মনে পড়ে , রাতে ঘুমাতে যাবার আগে, পুতুল খেলার সময় , খাবার খাওয়ার আগে তার দিদির কথা বেশি মনে পড়ে ।

৩. পুতুলের বিয়ের সময় দিদির কথা মনে পড়ে কেন?

উত্তর ছোট মেয়েটি সবসময় তার বড় বোনের সাথে পুতুল খেলতো । হয়তো এই পুতুলগুলো তার বড় কোনটিই তাকে বানিয়ে দিয়েছিল । সে চেয়েছিল বোনকে নিয়ে পুতুল বিয়ের নানা আয়োজন করবে । কিন্তু আজ তার সেই বড় বোনটি তার কাছে নেই । তাই বিভিন্ন সময়ের মত পুতুলের বিয়ের সময়ও দিদির কথা মনে পড়ে তার ।

৪. খুকি ডালিম গাছের ফল ছিড়তে বারণ করেছে কেন?

উত্তরঃ ডালিম গাছের ডালে বুলবুলি পাখি বসার কথা মনে পড়লে দিদিকে খুকি অবচেতনভাবেই খোঁজে। এই বুলবুলি পাখিটি দিদির খুব পছন্দের ছিল। সে ভাবে দিদি ফিরে আসবে। তার ধারনা মা যদি ডালিম ছিড়তে যান তাহলে বলিবুলি পাখিটি উড়ে যাবে এবং দিদিকে আর দেখাতে পারবে না। তাই খুকি মাকে ডালিম গাছের ফল ছিড়তে বারণ করেছে।

গ) কবি ও কবিতার নাম সহ "কাজলা দিদি" কবিতার ১ম দশ লাইন লিখ।

উত্তরঃ শিক্ষার্থীরা নিজেরা বই থেকে পড়ে লিখবেন।